শ্রীমদ্ভাগবতম্

প্রথম স্কন্ধ

মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ,
শ্রীধরস্বামি-বিরচিত টীকা ও তার বঙ্গানুবাদসহ

অনুবাদিকা
অধ্যাপিকা গীতা মাইতি

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

টীকাকার শ্রীধরস্বামি-রচিত মঙ্গলাচরণ

ওঁ নমো ভগবতে পরমহংসাস্বাদিত চরণকমল-
চিন্মকরন্দায় ভক্তজন-মানসনিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়।

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মারাম মুনিদের দ্বারা আস্বাদিত যাঁর পাদপদ্মের চিন্ময় মধু এবং ভক্তজনের মনের আবাসস্থান যিনি, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম।

বাগিশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিংহমহং ভজে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁর মুখে সরস্বতী ও বক্ষে লক্ষ্মী এবং যাঁর হৃদয়ে জ্ঞান, সেই নৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি।

বিশ্বসর্গ বিসর্গাদি-নবলক্ষণ লক্ষিতম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি জগতের পরমশ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্থল, জগৎ সৃষ্ট্যাদি নবলক্ষণযুক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানকে প্রণাম করি।

মাধবোমাধবাবীশৌ সর্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বসিদ্ধিবিধায়ক, পরস্পরের আত্মস্বরূপ এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত যে মাধব (লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু) ও উমাধব (উমাপতি শিব)—ঈশ্বরের এই দুই রূপকে আমি বন্দনা করি।

সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্বাপর্যানুসারতঃ ।
শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকেয়ং প্রতন্যতে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত পৌর্বাপর্যকে অনুসরণ করে শ্রীমদ্ভাগবতের এই ভাবার্থদীপিকা (টীকারূপ গ্রন্থ) আমি বিস্তারিত ভাবে লিখছি ।

ক্বাহং মন্দমতিঃ ক্বেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ ।
কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কোথায় সামান্যবুদ্ধিসম্পন্ন আমি, আর কোথায় বা ক্ষীরসমুদ্রের মন্থন! যেখানে বিশাল মন্দর পর্বত নিমজ্জিত হয়ে যায়, সেখানে সামান্য পরমাণু তুল্য আমি কোথায়!

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁর কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যলং
পর্ণান্যষ্টাদশেষ্টদোদ্ভ্রতিসুলভো বর্বর্তি সর্বোপরি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীমদ্ভাগবত নামক সুরতরু বা কল্পবৃক্ষ—ওঁকার তার অঙ্কুরস্বরূপ এবং ভক্তহৃদয় তার উৎপত্তিস্থল।

বৃক্ষের চারপাশে যেমন আলবাল থাকে, তেমনি ভাগবতেও রয়েছে ভক্তিরূপ আলবাল এবং এই ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধের মধ্য দিয়ে ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

এই বৃক্ষের উজ্জ্বল ৩৩২টি শাখা (অধ্যায়) এবং ১৮,০০০ পত্র (শ্লোক)। এই গ্রন্থ মানুষের ইষ্ট অর্থাৎ ধর্মাদি চতুর্বর্গ দান করে এবং এর তত্ত্ব সহজবোধ্য। এই গ্রন্থ, অন্যান্য গ্রন্থের উপরে বিরাজ করে অর্থাৎ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

।। প্রথমঃ স্কন্ধঃ ।।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ।। ১॥

অন্বয় ও শব্দার্থ ঃ অর্থেষু (কার্যে) অন্বয়াৎ (কারণরূপে—অর্থাৎ সত্তারূপে) চ (এবং) ইতরতঃ (ব্যতিরেক হেতু অকার্যে অসত্তারূপে) যতঃ (যে পরমেশ্বর থেকে) অস্য (এই বিশ্বের) জন্মাদি (সৃষ্টি-স্থিতি-লয়) (ভবতি—হয়ে থাকে)। যঃ (যে পরমেশ্বর) অভিজ্ঞঃ (জ্ঞানবান) স্বরাট্ (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান) আদিকবয়ে (ব্রহ্মাকে) ব্রহ্ম (বেদ) হৃদা (মনের দ্বারা, বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক রূপে) তেনে (প্রকাশ করেছিলেন)। যৎ (বেদে) সূরয়ঃ (ব্রহ্মাদি দেবতাগণ) মুহ্যন্তি (মোহপ্রাপ্ত হন)। তেজোবারিমৃদাং (সূর্যকিরণ, জল ও মাটিতে) যথা (যেরূপ) বিনিময়ঃ (অন্যতে অন্যের অবভাস অর্থাৎ মিথ্যা প্রকাশ) (প্রতীয়তে—বোধ হয়)। (তথা—সেইরূপ) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই তিন মায়াগুণের সৃষ্টি) অমৃষা (সত্যের মতো) (প্রতীয়তে—মনে হয়)। স্বেন ধাম্না (স্বকীয় তেজের দ্বারা) সদা (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—এই তিন কালেই) নিরস্তকুহকং (মায়া-কপটতা দূরীভূত হয়েছে যাঁর—তাঁকে) সত্যং (সত্যস্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি—আমরা)।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যে পরমেশ্বর থেকে হয়, ঘটপটাদি কার্যে সৎ রূপে ও আকাশকুসুমাদি অকার্যে অসৎ রূপে যাঁর উপলব্ধি হয়, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ও যে (দুর্বোধ্য) বেদে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মোহপ্রাপ্ত হন, সেই বেদকে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে মনের দ্বারা সঞ্চার করেছিলেন, (সেই তটস্থলক্ষণযুক্ত) পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

তেজ-বারি ও মৃত্তিকায় যেরূপ অন্যেতে অন্যের প্রতীতি হয়—যথা, মরীচিকায় সূর্যকিরণে বারিবুদ্ধি, দর্পণাদি মৃত্তিকায় বারিবুদ্ধি হয়, সেইরূপ যাঁতে (পরমেশ্বরে) সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী মায়ার সৃষ্টি সত্যরূপে প্রতীত হয় এবং যিনি নিজের তেজের দ্বারা সর্বদা মায়াকপটতা দূরীভূত করেন, সেই সত্যস্বরূপ (স্বরূপলক্ষণ যুক্ত) পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি ।।১।।